উসমানী রাষ্ট্র

এবং এ বিষয়ে শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাবের দাওয়াহ'র অবস্থান

শায়খ নাসির আল-ফাহাদ

উসমানী রাষ্ট্র

এবং এ বিষয়ে শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাবের দাওয়াহ'র অবস্থান

শায়খ নাসির আল-ফাহাদ

১৪৪৭ হিজরি

অনুবাদ ও প্রকাশনায়:

সূচিপত্র

লেখকের জীবনী

নাসির বিন হামাদ বিন হুমায়ন আল-ফাহাদ, যিনি উতায়বা গোত্রের আওতাধীন আল-রাওয়াকাহ শাখার আসাঈদাহ শাখার ফারাহিদ বংশ থেকে আগত। তাঁর পূর্বপুরুষগণ আদনান বংশধারার হাওয়াযিন গোত্রের বনি সা'দ বিন বকর শাখা পর্যন্ত পৌঁছান।

জন্ম এবং বেড়ে ওঠা:

তিনি ১৩৮৮ হিজরির শাওয়াল মাসে রিয়াদে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই বেড়ে ওঠেন। প্রথমে তিনি প্রকৌশল (ইঞ্জিনিয়ারিং) অধ্যয়ন করছিলেন, কিন্তু তৃতীয় বর্ষে এসে তা ছেড়ে দিয়ে শরীআহ বিভাগে পড়াশোনা শুরু করেন। তিনি বিশ বছর বয়সে ধার্মিক হয়ে ওঠেন এবং চব্বিশ বছর বয়সে মাত্র তিন মাসে কুরআন হিফজ করেন। এরপর তিনি রিয়াদে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সা'উদ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীআহ কলেজ থেকে ১৪১২ হিজরির রজব মাসে স্নাতক সম্পন্ন করেন। পরে তাকে উসূল আদ-দ্বীন কলেজের 'আকীদাহ ও সমসাময়িক মতবাদ' বিভাগে ডিন (অধ্যক্ষ) হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

তিনি সে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন, কিন্তু ১৪১৫ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং ১৪১৮ হিজরির রজব মাস পর্যন্ত কারাবন্দি রাখা হয়। মুক্তির পর তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বরখাস্ত করা হয়।

তার শিক্ষকগণ:

শায়খ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ আর-রাজিহী

শায়খ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ আল-আশ-শায়খ

শায়খ সালিহ আল-আতরাম

শায়খ আবদুল্লাহ আর-রুকবান

শায়খ জায়দ বিন ফাইয়াদ

শায়খ আহমাদ মা'বাদ

এবং আরও অনেকে।

তার লেখা:

- The Choices and Opinions of Shaykh al-Islam in Grammar and Morphology (Printed).
- The Notification of the Oppositions of (the Book) al-'Itisam (Printed).
- Establishing the Evidence for the Obligation of Breaking the Idols.
- The Exposition Regarding the Disbelief of the One That Assists the Americans Part One: The Campaign Against Afghanistan.
- Exposition Regarding the Disbelief of the One That Assists the Americans Part Two: The Campaign Against Iraq.
- The Clarification of the Danger of the Peace Process Against the Muslims.
- The Ascertainment of the Issue of Clapping.
- Notices Concerning the Books of (Hadith) Checking for Kitab at-Tawheed.
- The Censure in Clarification of What the Bayan al-Muthaqqafin Contains of Falsehood.
- Jarh wat-Ta'dil According to Ibn Hazm adh-Dhahiri.
- The Ruling Upon Alcohol Based Perfumes.

- A Refutation Against the Rafidah in their Accusation Against the Companions Tampering With the Qur'an.
- A Letter to a Modernist.
- A Treatise on the Ruling of Singing the Qur'an.
- Treatise in Refutation Against the Misconceptions of the Murji'ah Taken From the Words of Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah رحمه الله.
- A Treatise Concerning the Shortening of the Travelers (Prayer) Behind the Resident (Imam).
- A Treatise Clarifying the Legality of Harshness Against the Rafidah.
- Biography of Shaykh Muhammad ibn Ibrahim al-ash-Shaykh (Printed).
- Protecting Majmu' al-Fatawa from Misprint and Typographical Errors (Printed).
- The Islamic Video and 'Islamic Alternatives' (Printed).
- Refuting the Doubts of Hasan al-Maliki
- The Clothing of a Woman in front of Other Women.
- A Summary of the Falsehoods of al-Qardaw.
- Encyclopaedia of the Settled Families of al-Asa'irah Clan (Printed).
- The Methodology of the Earlier Scholars in the matter of Tadlis.
- The Stances With the Stances (A Refutation Against Some of the Comments of the Modern-Day Murji'ah Made Against the Book at-Tibyan).
- The Legality of Using Weapons of Mass Destruction And other beneficial essays and works.

কারাগারে তার অবস্থা:

শায়খ নাসির আল-ফাহাদকে সৌদি সরকার কর্তৃক কারাগারে চরম নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে—যেমন একাকী বন্দিত্ব, মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন, অন্যান্য বন্দিদের থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা এবং তাঁর প্রতি অপমানজনক আচরণ করা হয়েছে।

একজন মানুষ, যিনি কুতুব আত-তিসআহ (হাদীসের নয়টি মূল গ্রন্থ—বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী ইত্যাদি) মুখস্থ করেছেন, তিনি কি এমন আচরণের যোগ্য? আল্লাহ তা'আলা শায়খকে হেফাজত করুন, তাঁকে জালিমদের কারাগার থেকে মুক্ত করুন এবং মুসলমানদেরকে তাঁর জ্ঞানের মাধ্যমে উপকৃত হতে অব্যাহত রাখুন।

(এই তথ্য at-Tibyan Publications কর্তৃক লিখিত একটি জীবনী থেকে সংগৃহীত।)

ভূমিকা

আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, এবং দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রসূলের উপর, তাঁর পরিবার, তাঁর সাহাবীদের উপর এবং তাঁর পথ অনুসরণকারীদের উপর।

অতঃপর:

এটি একটি সংক্ষিপ্ত গবেষণা, যা উসমানী রাষ্ট্রের বাস্তবতাকে স্পষ্ট করে—একটি রাষ্ট্র যাকে অনেক তথাকথিত "ইসলামী চিন্তাবিদ" প্রশংসা করেন, ভালোভাবে উল্লেখ করেন এবং ইসলামের সর্বশেষ দূর্গ বলে আখ্যা দেন, যার পতনের ফলে মুসলিমদের সম্মান হারিয়ে গেছে বলে তারা মনে করেন। এছাড়াও, এটি শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল-ওয়াহহাবرحمه الله-এর দাওয়াহ এই রাষ্ট্র সম্পর্কে কী অবস্থান নিয়েছিল, সেই বাস্তবতাও স্পষ্ট করে।

আর আমি এটিকে দুইটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি:

প্রথম অধ্যায়: উসমানী রাষ্ট্রের বাস্তবতা সম্পর্কে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: শায়খের দাওয়াহ এই রাষ্ট্র সম্পর্কে কী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করত, তা নিয়ে।

আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক মুহাম্মাদের উপর।

নাসির আল-ফাহাদ

উসমানী রাষ্ট্রের বাস্তবতা

অবশ্যই, যে-কেউ উসমানী রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিবেচনা করবে – এর উত্থান থেকে এর পতন পর্যন্ত – তার কোনো সন্দেহই থাকবে না মুসলিমদের আক্বিদাহ সরাসরি বিকৃতি করার ব্যাপারে এর অবদান, আর এটি দুইটি বিষয়ের মাধ্যমে পরিষ্কার হয়:

এক: এটির উযযা'র বিস্তারে মাধ্যমে।

দুই: তাওহীদের বিরুদ্ধে এর যুদ্ধের মাধ্যমে।[1]

উসমানী রাষ্ট্র শিরকভিত্তিক তাসাউউফের মাধ্যমে শিরক বিস্তার করে যা আউলিয়া এবং কবরপূজার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত, এবং এটি একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য যা সম্পর্কে কেউ দ্বিমত করে না এমনি যারা একে ডিফেন্ড করে তারাও না।

আবদুল আযীয আশ-শানাওয়ী তার "আদ-দাওলাহ আল-উসমানীয়া: দাওলাহ ইসলামিয়াহ মুফতারা আলাইহা" বইতে বলেন; "উসমানীয়দের মধ্যে রাষ্ট্রীয় নীতিতে ধর্মীয় দিকনির্দেশনার অন্যতম প্রকাশ ছিল তাসাউউফের প্রতি উৎসাহ। এবং রাষ্ট্রটি সুফী তরিকার মাসায়ুখদের তার ছাত্র এবং অনুসারীদের উপর বিস্তৃত কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা প্রদান করে। এই তরিকাগুলো প্রাথমিকভাবে মধ্য এশিয়ায় ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি পায়,

---

[1] *যারা সালাফী দাওয়াহ'র বিরুদ্ধে উসমানী (অটোমান) যুদ্ধকে সমর্থন করে, তারা দাবি করে যে এই যুদ্ধটি ছিল একটি রাজনৈতিক যুদ্ধ। কিন্তু বিষয়টি তা নয়; বরং এটি শুরু থেকেই ছিল আকিদাগত ভিত্তিতে যুদ্ধ, যা কুবুরিয়্যিন (মাজারপূজারী) আলেমদের ফাতওয়া থেকে শুরু হয়েছিল। দেখুন: হাশিয়াত ইবনে আবিদীন (৪/২৬২)।*

এরপর তারা রাষ্ট্রের বেশিরভাগ অঞ্চলে ছড়িয়ে যায়। এবং রাষ্ট্রটি কিছু সুফি তরিকাকে আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুফি তরিকা ছিল; নাকশবন্দি, মাওলাওয়ি, বাকতাশি এবং রিফা'ঈ।"[2]

মুহাম্মাদ কুতব তার "ওয়াকিউনা আল-মু'আসসির"(আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি)-বইতে বলেন; "আব্বাসি সমাজে সুফিবাদ প্রসার ঘটতে শুরু হয়, যদিও তা সমাজের বিচ্ছিন্ন কোণে ছিল। কিন্তু উসমানী রাষ্ট্রের ছায়ায় এসে, এবং বিশেষকরে তুর্কিতে, এটি নিজেই সমাজ হয়ে ওঠে, এবং এটি নিজেই ধর্মে পরিণত হয়।"

এবং "আল-মাউসু'আহ আল-মুয়াসসারাহ ফিল আদইয়ান ওয়াল মাযহাবিল মু'আসিরাহ" (সমসাময়িক ধর্ম ও মতবাদ সম্পর্কে সরলীকৃত বিশ্বকোষ), পৃষ্ঠা ৩৪৮-এ:

আল-বাকতাশিয়্যাহ: উসমানীয় তুর্কিরা এই তরিকার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল, এবং এটি এখনও আলবেনিয়ায় ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এটি সুন্নী তাসাওউফের[3] চেয়ে শিয়া তাসাওউফের অধিক নিকটবর্তী... এবং উসমানীয় শাসকদের উপরও এর প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক ছিল।

এবং "আল-ফিকর আস-সূফি ফি দাও' আল-কিতাব ওয়াস-সুন্নাহ" (সুফিবাদী চিন্তা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে) বইটির ৪১১ নম্বর পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে: "আর উসমানী সুলতানরা একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা

---

[2] *আর এই সব তরীকাসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কবর ও আউলিয়াদের উপাসনা করার উপর, প্রকৃতপক্ষে রুবুবিয়্যাতে শিরকের উপর— যা আরবের মুশরিকরা বিশ্বাস করত। আর তা হলো সুফিদের সেই বিশ্বাসের মাধ্যমে— "আল- গাওস", "আল- আকতাব", "আল- আবদাল" এবং অন্যান্যদের প্রতি— যাদের তারা বিশ্বজগতের নিয়ন্ত্রক বলে দাবি করে। শাইখুল ইসলাম (ইবনে তাইমিয়্যাহ) সূফীদের সম্পর্কে যা লিখেছেন এবং রিফাঈদের অনুসারীদের সাথে তাঁর বিতর্কসমূহ (আল- ফাতাওয়া, ১১খণ্ড) দেখুন। আর এহসান ইলাহী জহীর তাঁর বই দিরাসাত ফিত- তাসাউউফ (তাসাউউফ বিষয়ক গবেষণা)- এ সূফী ও এসব তরীকার শির্কমূলক আমল সম্পর্কে যা লিখেছেন, তা দেখুন। আর আস- সিন্দী তাঁর বই 'আত- তাসাউউফ ফী মীযান আল- বাহছ ওয়াত- তাহকীক' (তাহকীক ও গবেষণার মীযানে তাসাউউফ)- এ যা লিখেছেন, তা দেখুন। আর আল- ওয়াকীল তাঁর বই 'হাযিহী হিয়াস- সূফিয়্যাহ' (এটাই সূফীবাদ)- এ যা লিখেছেন, তাও দেখুন। আর ইনশাআল্লাহ, এসব তরীকাসমূহের কিছু বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তীতে আসবে।*

[3] *সকল তাসাউউফই বিদ'আত এবং নব উদ্ভাবিত বিষয়, এবং "সুন্নি তাসাওউফ" বলে কিছুই নেই। এই নির্দিষ্ট তরিকার বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তীতে আসবে।*

করতেন বাকতাশি তরিকার খানকা, দরগাহ ও মাজার নির্মাণের ক্ষেত্রে। ফলে কিছু সুলতান এগুলোকে সমর্থন করতেন, আবার অন্যরা এর বিরোধিতা করে ভিন্ন কোনো তরিকাকে প্রাধান্য দিতেন।"

এই কারণে, তাদের শাসিত অঞ্চলগুলিতে শিরক ও কুফর ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া এবং তাওহীদ ম্লান হয়ে যাওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়। আর শায়খ হুসাইন ইবনে গান্নাম رحمه الله তাদের এলাকাগুলো বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন: তার (মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব رحمه الله) সময়ের অধিকাংশ মানুষ অপবিত্রতার নোংরা কাদায় নিমজ্জিত ও কলুষিত হয়ে পড়েছিল, এমনকি তারা স্রোতের মতো শিরকের দিকে ধাবিত হয়েছিল, যখন সুন্নাহকে কবর দেওয়া হয়েছিল... ফলে তারা অলি-আওলিয়া ও নেককার মানুষদের উপাসনা শুরু করল, তাওহীদের হক্ব ও দীনকে তারা ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারা বিপদ-আপদ, দুর্ঘটনা ও দুর্যোগের সময় তাদের কাছ থেকে সাহায্য চাইতে আপ্রাণ চেষ্টা করত, আর নিজেদের প্রয়োজন পূরণ ও কষ্ট দূর করার জন্য তাদের কাছে ছুটে যেত—জীবিত ও মৃত উভয়ের কাছেই। আর বহু মানুষ এ বিশ্বাসে লিপ্ত হয়েছিল যে নির্জীব বস্তুও উপকার বা ক্ষতি করতে সক্ষম..." তারপর তিনি নজদ, আল-হিজাজ, ইরাক, আশ-শাম, মিসর এবং অন্যান্য স্থানে বিদ্যমান শিরকের ধরণগুলোর কথা উল্লেখ করেন।[4]

ইমাম সাউদ ইবনে আবদুল আযীয رحمه الله (মৃত্যু ১২২৯ হি.) ইরাকের উসমানী গভর্নরকে তার একটি চিঠিতে বলেছেন (উসমানী রাষ্ট্রের প্রকৃতি বর্ণনা করে):

"সুতরাং আল্লাহর সাথে কুফর ও শিরকের শা'আয়ের (প্রতীকসমূহ), এটাই তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান অবস্থা। যেমন কবরের উপর গম্বুজ নির্মাণ করা, সেগুলোর উপর বাতি জ্বালানো, পর্দা টাঙ্গানো, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল দ্বারা অনুমোদিত নয় এমন পদ্ধতিতে সেগুলো জিয়ারত করা, সেখানে বার্ষিক উৎসব উদযাপন করা, এবং কবরবাসীদের কাছে নিজের প্রয়োজন পূরণ, কষ্ট দূরীকরণ ও দু'আ কবুলের জন্য প্রার্থনা করা—এসব কিছুই ঘটছে; পাশাপাশি আল্লাহর নির্দেশিত ফরজ বিধান, যেমন; পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও অন্যান্য ইবাদত পরিত্যাগ

---

[4] *রাওদাতুল আফকার, পৃষ্ঠা ৫ থেকে শুরু করে।*

করা হচ্ছে। যে ব্যক্তি নামায পড়তে চায়, সে একা পড়ে, আর যে নামায ছেড়ে দেয়, তার প্রতি কোনো অভিযোগ করা হয় না। যাকাতের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। আর এই বিষয়টি ছড়িয়ে পড়েছে এবং সুপরিচিত হয়ে উঠেছে, এমনকি শাম, ইরাক, মিসর ও অন্যান্য অঞ্চলের বহু মানুষের কানে পৌঁছে গেছে।"[5]

এটি ছিল খুব সংক্ষেপে উসমানী রাষ্ট্রের অবস্থা। উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলো যদি একজন মানুষকে বোঝানোর জন্য যথেষ্ট না হয়, তাহলে তার বোঝার আর কোনো আশা নেই।

সুলতান ওরহান প্রথম (মৃত্যু ৭৬১ হিজরি):

তিনি এই রাষ্ট্রের দ্বিতীয় সুলতান, তার পিতা উসমান (উসমান প্রথম, মৃত্যু ৭২৬ হিজরি)-এর পরে। তার শাসনকাল ৩৫ বছর স্থায়ী ছিল। এই সুলতান বাকতাশি তরিকার একজন সুফি ছিলেন।[6]

বাকতাশি তরিকা—যার কথা আমি ইতিমধ্যে বহুবার উল্লেখ করেছি—এটি একটি সুফি, শিয়া, বাতিনি তরিকা, যা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন খানকার মুহাম্মাদ বাকতাশ আল-খুরাসানি। তিনি ৭৬১ হিজরিতে তুরস্কে এই তরিকা প্রচার করেন। এটি ওয়াহদাতুল উজুদের[7] আক্বিদাহ, মাশায়েখের ইবাদত ও উপাসনা, ইমামদের সম্পর্কে রাফিদি আকিদা এবং নবীﷺএর প্রতি অতিরঞ্জিত বিশ্বাসের মিশ্রণ, যা তাদের ইসলাম থেকে বের করে দেয়। এবং এর অন্তর্ভুক্ত হলো মুরীদ (তরিকার ছাত্র) এর সেই কথা, যখন সে এই প্রবেশ করতে চায়: "আমি

---

[5] *আদ-দুরার আস-সানিয়্যাহ (১/৩৮২)*

[6] *তারীখ আদ-দাওলাহ আল-'আলিয়্যাহ আল-'উসমানীয়্যাহ, পৃ. ১২৩, এবং আল-ফিকর আস-সূফী, পৃ. ৪১১ দেখুন। আর আল-বাকতাশিয়্যাহকে আল-বাকদাশিয়্যাহ (দাল ''د' দিয়ে) এবং আল-বাকতাশিয়্যাহ (তা ''ط' দিয়ে) বানানও করা হয়। ঐতিহাসিকরা এই সুলতান সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি রোমান রাজাকে সার্বিয়ান রাজার বিরুদ্ধে সাহায্য করেছিলেন, কারণ রোমান রাজা তাকে তার কন্যাকে বিবাহ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তারিখ আদ-দাওলাহ, পৃ. ১২৫ দেখুন।*

[7] *সমস্ত সৃষ্টির একাত্রতার ধারণা, যা মূলত আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কোনো বিভেদ রাখে না।*

আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সত্যের দরজায় একজন ভিখারির মতো এসে দাঁড়িয়েছি, মুহাম্মাদ ও হায়দার (অর্থাৎ আলী)-কে স্বীকার করে, এবং তাঁদের উভয়ের কাছ থেকে, আর আজ-যাহরা (অর্থাৎ ফাতিমা), শুবায়র ও শুবার (অর্থাৎ আল-হুসাইন ও আল-হাসান)-এর কাছ থেকেও 'গুপ্ত জ্ঞান' (সির) এবং 'আধ্যাত্মিক প্রবাহ' (ফাইয) প্রার্থনা করছি।" তারপর সে বলে:"ভালোবাসা সহকারে আমি আমার আত্মাকে আল-আব্বাসের পরিবারকে দাস হিসেবে সোপর্দ করেছি, আর আমার আশ্রয় হল আল-হাজ বাকতাশ, যিনি আউলিয়াদের কুতুব (মরকাজ বা কেন্দ্রবিন্দু)।"

এবং সে তাঁর শায়খকে বলেন: "আপনার মুখ একটি বাতি, এবং হিদায়াতের বাতিঘর, আপনার মুখ সত্যের রূপের নির্দেশক, আপনার মুখ হজ্জ, উমরা ও যিয়ারত, আপনার মুখ আনুগত্যশীলদের জন্য নেতৃত্বের কিবলা, আপনার মুখ কুরআনের সারাংশ।" আর বাকতাশিয়্যাহ তরিকার আউরাদসমূহ ইথনা-আশারিয়া-রাফিদীদের[8] আক্বিদাহ'র উপর ভিত্তি করে গঠিত। আর তাদের আক্বিদাহ'য়, তাদের বাতিনী আউরাদসমূহ ও কবর জিয়ারতের পদ্ধতিতে এমন সমস্ত শিরকভিত্তিক "কবুলিয়ত লাভ"-এর কাজ আছে—যেগুলো এতটাই ভয়ানক যে, তা মুখে বলাও কঠিন।[9]

সুলতান মুহাম্মাদ দ্বিতীয় (আল-ফাতিহ) (মৃত্যু ৮৮৬ হি):

তিনি উসমানী রাষ্ট্রের বিখ্যাত সুলতানদের মধ্যে অন্যতম একজন, তিনি ৩১ বছর শাসন করেছেন।

৮৫৭ হিজরিতে কনস্টান্টিনোপল জয় করার পর, তিনি আবু আইয়ুব আল-আনসারী رضي الله عنه এর কবরের স্থান আবিষ্কার করেন এবং এর উপরে একটি সমাধি নির্মাণ করেন এবং এর পাশে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন এবং মসজিদটি সাদা পাথর দিয়ে সজ্জিত করা হয়। এবং তিনি আবু আইয়ুব 'رضي الله عنه-এর কবরের উপর একটি গম্বুজ নির্মাণ করেন।

---

[8] *বার ইমামে বিশ্বাসী শিয়া।*

[9] *বিস্তারিত দেখুন "আল- ফিকর আস- সূফি ফি দাও' আল- কিতাব ওয়াস- সুন্নাহ" পৃষ্ঠা ৪০৯-৪২৪-এ।*

এবং সুলতানদের অন্ধ অনুসরণে উসমানীদের প্রথা ছিল যে তারা একটি বড় মিছিল করে এই মসজিদে আসবেন, তারপর নতুন সুলতান এই সমাধিতে প্রবেশ করবেন এবং তারপর তিনি মাওলাওয়ী/মৌলবী তরিকার[10] শায়খের কাছ থেকে প্রথম সুলতান উসমানের তলোয়ার গ্রহণ করবেন।

আর এই সুলতানই প্রথম "দেওয়ানী আইন" এবং "দণ্ডবিধি আইনটি " এর ভিত্তি স্থাপন করেন। তাই তিনি কিতাব ও সুন্নাহ-তে বর্ণিত শরয়ী হুদুদ – যেমন দাঁতের বদলে দাঁত এবং চোখের বদলে চোখ ইত্যাদিকে আর্থিক জরিমানা দিয়ে প্রতিস্থাপিত করেছিলেন, একটি সুস্পষ্ট পদ্ধতিতে যা সুলতান সুলায়মান আল-কানুনি দ্বারা পরিপূর্ণতা অর্জন করেছিল।[11] এবং তিনি একটি আইনও জারি করেছিলেন যা পরবর্তীতে বাস্তবায়িত হতে থাকে, যেটি ছিল; ক্ষমতায় আসা প্রত্যেক সুলতান তার ভাইদের হত্যা করতে পারবে, যেন সিংহাসনটি তার একার জন্য নিরাপদ থাকে।[12]

সুলতান সুলাইমান আল-কানুনি (অর্থাৎ আইনপ্রণেতা) (মৃত্যু: ৯৭৪ হিজরি):

এবং তিনিও উসমানী রাষ্ট্রের অন্যতম বিখ্যাত সুলতান এবং তাঁর শাসনকাল ছিল প্রায় ৪৬ বছর।

যখন তিনি বাগদাদে প্রবেশ করলে, তিনি আবু হানিফা رحمه الله-এর কবরের উপর একটি গম্বুজ নির্মাণ করেন। আর তিনি রাফেজীদের পবিত্র স্থানসমূহ পরিদর্শন করেন যা নাজাফ ও কারবালায় অবস্থিত। এবং সেখানে ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়া স্থাপনাগুলো পুনর্নির্মাণ করেন।[13]

---

[10] *দেখুন, "আদ- দাওলাহ আল- উসমানীয়া: দাওলাহ ইসলামিয়াহ মুফতারা আলাইহা" (১/৬৪)*

[11] *দেখুন, "তারীখ আদ- দাওলাহ আল- আলিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ১৭৭," এবং "ফাতহ আল- কুস্তুনতিনিয়্যাহ ওয়া- মুহাম্মাদ আল- ফাতিহ, পৃষ্ঠা ১৭৭।*

[12] *দেখুন, "আদ- দাওলাহ আল- উসমানীয়্যাহ: দাওলাহ ইসলামিয়্যাহ..."(১/৬৪)। আর সে তার নিজের শিশু ভাই আহমাদকে হত্যা করে তার শাসন শুরু করে! (তারীখ আদ- দাওলাহ আল- আলিয়্যাহ, পৃষ্ঠা. ১৬১)।*

[13] *দেখুন, "আদ- দাওলাহ আল- উসমানীয়্যাহ: দাওলাহ ইসলামিয়্যাহ..."(১/২৫)। এবং "তারীখ আদ- দাওলাহ আল- আলিয়্যাহ" পৃষ্ঠা ২২৩।*

আর তাকে "আল–কানুনী" উপাধি দেওয়া হয়, কারণ তিনিই সর্বপ্রথম ইউরোপীয় আইন মুসলমানদের উপর চালু করেন এবং আদালতে তা বলবৎ করেন। আর ইহুদী ও খ্রিষ্টানরাই তাকে এ কাজ করতে প্রভাবিত করেছিল।[14]

সুলতান সালিম খান তৃতীয় (মৃত্যু ১২২৩ হিজরি):

ইমাম সা'উদ ইবনে আবদুল আযীয (রহিমাহুল্লাহ তা'আলা) বাগদাদের গভর্নরের উদ্দেশে তার চিঠিতে বলেছেন, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি:

"তোমাদের অবস্থা, তোমাদের ইমাম ও সুলতানদের অবস্থা তোমাদের মিথ্যাচার ও মিথ্যা দাবির(অর্থাৎ ইসলামের বা ইমানের দাবি) অসারতা প্রমাণ করে। কারণ আমরা ২২ হিজরিতে পবিত্র হুজরা শরীফ(রাসুল - ﷺএর ঘর) খোলার সময় তোমাদের সুলতান সেলিমের একটি চিঠি দেখেছি, যা তার চাচাতো ভাইয়ের মাধ্যমে রাসুল ﷺ-এর কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল। তাতে শত্রুদের উপর বিজয় লাভের জন্য তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করা হয়েছিল। এতে তোমাদের মিথ্যাচারের জন্য যথেষ্ট বিনয়, হীনতা ও আত্মসমর্পণের প্রমাণ রয়েছে। চিঠিটি শুরু হয়েছে এভাবে: **"**আপনার ক্ষুদ্র দাস, সুলতান সেলিমের পক্ষ থেকে। অতঃপর— হে রাসূলুল্লাহ! আমরা এমন কঠিনতা ও সংকটে পড়েছি যা আমরা দূর করতে অক্ষম। ক্রুশের দাসরা রহমানের দাসদের উপর বিজয়ী হয়েছে, আমরা তাদের বিরুদ্ধে বিজয় ও সাহায্য প্রার্থনা করছি।**"**

এ ধরনের আরও অনেক কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। অতএব, এই বিশাল শিরক ও আল্লাহর প্রতি কুফরির দিকে তাকাও। মুশরিকরাও তাদের উপাস্য লাত ও উযযার কাছে এমন কিছু চাইতো না। কারণ, যখন কঠিন বিপদ আসতো, তারা শুধুমাত্র সব কিছুর স্রষ্টাকেই ডাকতো।"[15]

---

[14] *দেখুন, "ওয়াক্বি' উনআ আল- মু'আসসির" পৃষ্ঠা ১৬০, এবং "তারীখ আদ- দাওলাহ আল- আলিয়্যাহ" পৃষ্ঠা ১৭৭।*

[15] *দেখুন, "আদ- দুরার আস- সানিয়্যাহ" পৃষ্ঠা ১৬০, এবং "তারীখ আদ- দাওলাহ আল- আলিয়্যাহ" পৃষ্ঠা ১৭৭।*

সুলতান আবদুল হামিদ দ্বিতীয় (মৃত্যু ১৩২৭ হিজরি):

এই সুলতান ছিলেন শাযিলি/শাদিলি তরিকার একজন উগ্র সুফি। নিচে শাযিলি তরিকার তৎকালীন শায়খকে পাঠানো তার একটি চিঠি দেওয়া হলো। এতে তিনি বলেন:

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য... আমি আমার এই অনুরোধটি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন শাযিলি তরিকার শায়খের কাছে পেশ করছি, এবং তার কাছে যিনি রূহ ও জীবন ঢেলে দেওয়ার উৎস, তাঁর যুগের মানুষের শায়খ, শায়খ মাহমুদ ইফেন্দী আবুশ-শামাত। আমি তাঁর দুই হাত মোবারক চুম্বন করছি এবং তাঁর নেক দোয়ার আশা করছি। হে আমার গুরু, আল্লাহর তাওফিকে আমি দিন-রাত শাযিলিয়্যাহ তরিকার আওরাদ পাঠ করে যাচ্ছি, এবং আমি প্রার্থনা করছি যেন আমি চিরকাল আপনার অন্তর থেকে উৎসারিত দোয়ার মুখাপেক্ষী থাকতে পারি।"[16]

আর শাযিলি তরিকা হলো একটি সুফি, কবর পূজারী, শিরক-ভিত্তিক তরিকা, এটিকে মূর্তিপূজাকারী কাফিরদের মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ করার জন্য পর্যাপ্ত বর্বরতা এবং ব্লাসফেমিতে পূর্ণ।[17]

---

[16] *দেখুন, "ইমাম আত-তাওহীদ"– আহমাদ আল-কাত্তান এবং মুহাম্মাদ জাইন- পৃষ্ঠা ১৪৮, এবং " আত-তারীখ ইলাল-জামা'আহ আল-উম্ম- পৃষ্ঠা ৫৬, এবং নিকৃষ্ট কুয়েতি ম্যাগাজিন আল-আরাবি- সংখ্যা ১৫৭-১৬৯।*

[17] *তাদের শিরকের কিছু রূপ, বিদ'আত ও বিভ্রান্তি দেখুন "দিরাসাত ফিত-তাসাউউফ"- পৃষ্ঠা ২৩৫, এবং "আত-তাসাউউফ ফী মীযান আল-বাহস ওয়াত-তাহকীক"- পৃষ্ঠা ৩২৭।*

এই রাষ্ট্রের ইহুদি, খ্রিস্টান ও অন্যান্য কাফিরদের সাথে সম্পর্কের ঘটনাবলি— যেমন তাদের ক্ষমতার পদে নিয়োগ, তাদের সাহায্য-সহায়তা করা, এমনকি মুসলমানদের সাথে সমতুল্য করে তোলা— সেসব অগণিত।

দেখে নিন, যদিইচ্ছা করেন, তারীখ আদ-দাওলা আল-আলিয়্যাহ' এবং 'আদ-দাওলাহ আল-উসমানীয়্যাহ: দাওলাহ ইসলামিয়্যাহ...তে; আপনি খুব কমই কোনো উসমানী সুলতানকে পাবেন, যার জীবনে এ ধরনের কিছু ঘটনা নেই। উদাহরণস্বরূপ, সুলতান আবদুল মাজীদ ইবনে মাহমুদ-এর জীবনী দেখুন, যিনি ১২৫৫ হিজরিতে গুলখানাহ ফরমান জারি করে ব্যক্তিগত ও ধারণাগত ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং অমুসলিমদের মুসলমানদের সমান অধিকার দেন। বিস্তারিত জানতে দেখুন 'তারীখ আদ-দাওলাহ আল-আলিয়্যাহ'- পৃষ্ঠা ৪৫৫ এবং 'আল-ইসলাম ওয়াল-হাযারাহ আল-গারবিয়্যাহ- পৃষ্ঠা ১৫।

তাওহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

উসমানীদের তাওহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ একটি সুপরিচিত বিষয়। তারা শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব - رحمه الله এর দাওয়াহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল, যেমনটি জানা আছে। আল্লাহ ﷻ বলেন, "তারা আল্লাহর নূরকে তাদের মুখ দিয়ে নিভিয়ে দিতে চায়..." (সূরা আত-তাওবাহ ৯:৩২/সূরা আস-সাফ ৬১:৮)। তারা তাওহীদের অনুসারীদের বিরুদ্ধে একের পর এক সামরিক অভিযান প্রেরণ করেছিল, শেষ পর্যন্ত ১২৩৩ হিজরিতে তারা সালাফী দাওয়াহর রাজধানী আদ-দিরিয়্যাকে ধ্বংস করে এই যুদ্ধকে চূড়ান্ত করে।[18]

তাওহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উসমানীরা তাদের খ্রিস্টান ভাইদের কাছ থেকে সাহায্য চেয়েছিল। ইউরোপের একজন গবেষক নেপোলিয়ন বোনাপার্ট (ফ্রান্সের শাসক) এবং "আল-বাব আল-আলী" (উসমানী শাসকের উপাধি)-এর মধ্যে আদান-প্রদানের কিছু চিঠিপত্র আবিষ্কার করেন, যা শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাবের দাওয়াহ্ সম্পর্কে ছিল। এতে তারা এই দাওয়াহকে পূর্বাঞ্চলে তাদের স্বার্থের জন্য একটি হুমকি হিসেবে দেখেছিল এবং এর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছিল।[19]

উসমানীয়রা তাওহীদের অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় এমন সব নৃশংসতা করেছিল যা ক্রুসেডারদের নৃশংসতাকেও ম্লান করে দিয়েছিল। এখানে আপনার জন্য কিছু উদাহরণ রয়েছে:

---

[18] *তাদের কিছু অপরাধ সম্পর্কে জানতে দেখুন "উনওয়ান আল- মাজদ"- (1/157)।*

[19] *ইবনে বাজের লেখা বই 'আল- ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব'-এ আতিয়্যাহ সালিমের ভূমিকা। গবেষক ছিলেন আহমাদ আত-তাওয়ীল, যখন তিনি তার ডক্টরেট উপস্থাপন করছিলেন।*

(১) উসমানীয় রাষ্ট্র তাওহীদের জনগণকে হত্যায় উদ্বুদ্ধ করতে তাদের সৈন্যদের জন্য একটি ফরমান জারি করেছিল যে, প্রতিটি হত্যার বিনিময়ে সৈন্যরা পুরস্কার পাবে। এজন্য সৈন্যকে নিহত ব্যক্তির কান কেটে প্রমাণ হিসেবে রাজধানী আস্তানায় (ইস্তাম্বুল) পাঠাতে হতো। তারা মদিনা, কুনফুযাহ, ক্বাসিম, দুরমা এবং অন্যান্য স্থানে এই কাজ করেছিল।[20]

(২) তাদের গ্রাম ও শহর ধ্বংস করা, এমনকি মসজিদ পোড়ানোর ঘটনা বর্ণনা করতে কোনো সমস্যা নেই(অর্থাৎ, এগুলো এমন ঘটনা, যা অনায়াসেই বর্ণনা করা যায় বা অনেক পরিচিত সাধারণ ঘটনা এটি)।[21]

(৩) তাদের অপরাধের মধ্যে আরও রয়েছে যে, তারা তাওহীদের অনুসারী নারী ও শিশুদের বন্দী করেছিল এবং দাস হিসেবে বিক্রি করেছিল। আল-জাবার্তী তাঁর তারীখে বলেছেন: "এবং ১২৩৫ হিজরির সফর মাসটি শুরু হয়েছিল শুক্রবারে... এবং এই মাসে আরব ও মাগারিবাহ সৈন্যদের একটি দল এসে পৌঁছাল, যারা হেজাজ-এর ভূমিতে ছিল , যাদের সাথে ছিল 'ওয়াহাবি'দের বন্দী—নারী, মেয়ে ও ছেলেরা। তারা আল-হামায়িলে এসে তাদেরকে যেকোনো ক্রেতার কাছে বিক্রি করে দিল, যদিও তারা মুসলিম ও স্বাধীন মানুষ ছিল।"[22]

---

[20] *বিস্তারিত দেখুন" তারীখ আল- আরাবিয়্যাহ আস- সাউদিয়্যাহ"- রাশিয়ান ইতিহাসবিদ ভেসিলিভ, পৃষ্ঠা ১৭৩, ১৮৩, ১৭৬, ১৮৪।*

[21] *দেখুন" উনওয়ান আল- মাজদ(১/১৫৭-২১৯), এবং পূর্ববর্তী রেফাফেন্সে।*

[22] *"তারীখ আজা'ইব আল- আছার" (৩/৬০৬)। তবে এই বই সম্পর্কে সতর্ক থাকুন, কারণ আল- জাবার্তি, যেমনটি তার তারিখ থেকে স্পষ্ট, তিনি একজন সুফি খালওয়াতি ছিলেন যিনি কবর এবং আউলিয়াদের পূজা করতেন, এমনকি ইবনে আরাবির মতো পথভ্রষ্ট জিন্দীকদেরও।*

(৪) এবং আমি এই ঘটনাটি দিয়ে উপসংহার টানছি যা একজন রাশিয়ান ইতিহাসবিদ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: "১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে – অর্থাৎ ১২৩৪ হিজরিতে – আব্দুল্লাহ (ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে সা'উদ ইবনে আবদুল আযীয ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সা'উদ, প্রথম সৌদি রাষ্ট্রের শেষ ইমাম)-কে আল-কাহিরাহ (কায়রো) রোড দিয়ে আল-আস্তানাহ (ইস্তাম্বুল) নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তার দুই ঘনিষ্ঠ সহচরসহ, কানুন আল-আওয়াল (ডিসেম্বর) এর শুরুতে। এবং ইস্তাম্বুলে নিযুক্ত রাশিয়ান রাষ্ট্রদূত নিম্নলিখিত তথ্য দিয়েছিলেন: গত সপ্তাহে, ওয়াহাবিদের নেতা, তার মন্ত্রী এবং ইমাম, যাদের দিরিয়্যাহতে বন্দী করা হয়েছিল এবং পরে রাজধানীতে নিয়ে আসা হয়েছিল, তাদের শিরচ্ছেদ করা হয়েছে। ইসলামের পবিত্র নগরী দুটির সবচেয়ে বড় শত্রুদের উপর তার বিজয়ের ছাপ আরও গভীর করতে, সুলতান সেদিন রাজধানীর পুরানো প্রাসাদে একটি সমাবেশের নির্দেশ দেন, এবং তারা তিন বন্দীকে প্রাসাদে নিয়ে আসে, ভারী শিকলে বাঁধা অবস্থায় এবং দর্শকদের ভিড়ে ঘেরা। এবং প্রাথমিক আনুষ্ঠানিকতা শেষে, সুলতান তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার আদেশ দেন, ফলে নেতাকে 'হাগিয়া সোফিয়া'র প্রধান গেটের সামনে শিরচ্ছেদ করা হয়, মন্ত্রীকে 'Saraay Entrance' সামনে শিরচ্ছেদ করা হয়, এবং তৃতীয় ব্যক্তিকে রাজধানীর একটি প্রধান বাজারে শিরচ্ছেদ করা হয়। এবং তাদের মৃতদেহগুলো প্রদর্শনের জন্য রাখা হয়েছিল, তাদের মাথাগুলো ছিল তাদের বগলের নিচে, তিন দিন পরে সেগুলো সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়। আর সুলতান আদেশ দেন আল্লাহর প্রতি শুকরিয়ার একটি বিশেষ নামাজ আদায় করার জন্য—সুলতানের বাহিনীর বিজয়ের উপলক্ষে এবং সেই দলটির সম্পূর্ণ ধ্বংসের জন্য, যারা মক্কা ও মদিনাকে তছনছ করে দিয়েছিল, মুসলমানদের অন্তরে ভয় সৃষ্টি করেছিল এবং তাদের বিপদের মুখোমুখি করেছিল।[23]

---

[23] *তারীখ আদ-দাওলাহ আস-সাউদিয়্যাহ – ভেসিলিব, পৃষ্ঠা ১৮৬।*

এটাই ছিল তাওহীদের প্রতি তাদের শত্রুতা এবং তাওহীদের অনুসারীদের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্বেষ, আর এটাই ছিল তাদের শিরক ও কুফরের প্রসার। তাহলে কীভাবে এ কথাটি বলা যেতে পারে যে এই ভ্রষ্ট, কাফির রাষ্ট্রটি ছিল "একটি ইসলামি খেলাফাহ"?!

আল্লাহ রহম করুন ইমাম সাউদ ইবনে আবদুল আযীযের (মৃত্যু: ১২২৯ হিজরি) প্রতি, যখন ইরাকের উসমানী গভর্নর তাকে বলেছিল:

"আমরাই প্রকৃত মুসলমান, আর আমাদের সকল ইমামগণ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন—চার মাযহাবের সকল ইমাম এবং দ্বীনের ও মিল্লাতের সকল মুজতাহিদ।"

তখন ইমাম উত্তর দেন:

"আমরা আল্লাহ্ তাআলার বাণী, তাঁর রাসূলের বাণী, এবং চার ইমামের অনুসারীদের বক্তব্য থেকে এমন দলীল তুলে ধরেছি যা তোমাদের দুর্বল অবস্থানকে খণ্ডন করে এবং তোমাদের মিথ্যা দাবিকে পরাজিত করে। কারণ, যারা দাবি করে তারা তার কর্ম দ্বারা তা প্রমাণ করে না। একজন দরিদ্র ব্যক্তি যদি শুধু 'এক হাজার দিনার' বলেই ধনী হয়ে যায় না। আর কোনো জিহ্বা শুধুমাত্র 'আগুন' বলাতেই তা(অর্থাৎ জিহ্বা) পুড়ে যায় না।

নিশ্চয়ই, ইয়াহুদিরা, যারা আল্লাহর রাসুল ﷺএর শত্রু ছিল, যখন রাসুল ﷺতাদের ইসলাম গ্রহণে আহ্বান করেন, তখন তারা বলে: 'আমরা মুসলমান!' খ্রিষ্টানরাও তেমনটাই বলেছিল। এমনকি ফিরআউনও তার সম্প্রদায়কে বলেছিল: 'আমি তো শুধু তা-ই তোমাদের দেখাই যা আমি সঠিক মনে করি, আর আমি তো তোমাদের সঠিক পথেই পরিচালিত করছি।' অথচ সে মিথ্যা বলেছিল এবং মিথ্যা বক্তব্য দিয়েছিল।"[24]

---

[24] *আদ-দুরার আস-সানিয়্যাহ (১/৩৯১)*

এবং অনুরূপভাবে, যে দাবি করে যে উসমানী রাষ্ট্র ছিল একটি মুসলিম রাষ্ট্র, তবে সে মিথ্যা ও বানোয়াট কথা বলেছে, এবং এ বিষয়ে সবচেয়ে বড় জালিয়াতি হলো যে এটি ছিল একটি ইসলামী খিলাফাত![25]

এবং জেনে রাখো, হে আমার ভাই, কেউই এই দাবি করে না যে উসমানীয় রাষ্ট্র ছিল একটি ইসলামী রাষ্ট্র, তবে সে দুই ধরনের মানুষের মধ্যে একজন:

- **হয় সে একজন পথভ্রষ্ট ভ্রান্ত ব্যক্তি, যে শিরককে ইসলাম বলে মনে করে।**
- **অথবা সে ব্যাক্তি ব্যক্তি রাষ্ট্রের অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ।**

আর যে ব্যক্তি তাওহীদ বুঝে, এবং জানে এই রাষ্ট্র কোন অবস্থার উপর ছিল, তবুও তার বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে, তবে সে অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে।

এবং আল্লাহর কাছেই সকল সাহায্য প্রার্থনা করা হয়।

[25] *উসমানী রাষ্টের কাফির রাষ্ট্র হওয়া এর (এই রাষ্ট্রের) প্রতিটি ব্যক্তিকে তাকফির করা জরুরি করে না। শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাবের দুই পুত্র হুসাইন ও আবদুল্লাহ (আল্লাহ তাদের উপর রহম করুন) বলেছেন, "একটি গ্রামকে কুফরের গ্রাম হিসেবে এবং এর অধিবাসীদের কাফির হিসেবে সাব্যস্ত করা হতে পারে, যাদের বিধান কাফিরদের বিধান। তবে তাদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে আলাদাভাবে কাফির বলা হবে না। কারণ তাদের মধ্যে এমন লোকও থাকতে পারে যারা ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল কিন্তু হিজরত করা থেকে অব্যাহতি পেয়েছিল, অথবা যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে তার দ্বীন প্রদর্শন করত কিন্তু মুসলিমরা তার বিষয়ে জানত না।" (মাজমু' আত আল- মাসাইল ১/৪৪)।*

এ বিষয়ে শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাবের দাওয়াহ'র অবস্থান

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব رحمه الله-এর দাওয়াহ সম্পর্কে একটি প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা হলো যে, এটি উসমানী খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল এবং মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছিল।

এবং শায়খের দাওয়াহকে সমর্থনকারী অনেক আলেম এই ভ্রান্ত ধারণার জবাব দিতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাদের বেশিরভাগই শুধু এতটুকু বলতে পেরেছেন: "নজদ শুরু থেকেই উসমানী রাষ্ট্র থেকে স্বাধীন ছিল, তাই শায়খের আগমন উসমানী শাসনের বিরুদ্ধে কোনো বিদ্রোহ ছিল না।"[26]

এবং বাস্তবতা হলো এই বিবৃতিটি তিনটি কারণে ভুল:

প্রথমত: উসমানীয় রাষ্ট্র নামমাত্র নজদের উপর কর্তৃত্ব রাখত, কারণ তারা হিজাজ, ইয়েমেন, আল-আহসা, ইরাক এবং আশ-শাম শাসন করত, এবং নজদের আমিরদের কর এইসব দেশের মাধ্যমে রাষ্ট্রে জমা হত।[27]

দ্বিতীয়ত: এমনকি যদি আমরা ধরে নিই যে নজদ স্বাধীন ছিল, শায়খের দাওয়াত হিজাজ, ইয়েমেন, আল-আহসা, আল-খালিজ এবং ইরাক ও আশ-শামের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রবেশ করেছিল। তারা কারবালা আক্রমণ করেছিল এবং দিমাস্ক অবরোধ করেছিল, এবং এসব অঞ্চল নিঃসন্দেহে উসমানীয় রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে ছিল।

তৃতীয়ত: দাওয়াতের ইমামগণের(رحمة الله تعالى عليهم)বক্তব্য একমত যে উসমানী রাষ্ট্র ছিল দারুল হারব (মুসলিমদের সাথে যুদ্ধরত রাষ্ট্র), তবে যারা তাওহীদের দাওয়াত গ্রহণ করেছিল তারা ব্যতীত। যা আমরা ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে দেখবো।

---

[26] *দেখুন, "দা' উয়া আল- মুনআউইন (২৩৩-২৪০)।*

[27] দেখুন, আদ-দাওলাহ আল-উসমানীয়্যাহ...(১/২০), এবং উনওয়ান আল-মাজদ (১/৯৭) থেকে পরবর্তী অংশ।

কারণ শায়খ رحمه الله-এর দাওয়াত ছিল খাঁটি তাওহীদের দাওয়াত, এবং শিরক ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। আর সে সময়ে শিরকের অন্যতম প্রধান রক্ষক ছিল উসমানীয় রাষ্ট্র। তাই দাওয়াত ছিল তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের একটি কাজ।

এবং আমি দাওয়াহ'র ইমামগণ ও তাদের অনুসারীদের বিভিন্ন উক্তি বর্ণনা করবো যা এই রাষ্ট্র সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করে।

১. ইমাম সা'উদ ইবনে আবদুল আযীয رحمه الله (মৃত্যু ১২২৯ হিজরি):

এ রাষ্ট্রের ব্যাপারে তাঁর কিছু উদ্ধৃতি আমি ইতিমধ্যেই বর্ণনা করেছি। তিনি বাগদাদের গভর্নরের কাছে যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন তার আরও বিবৃতি এখানে রয়েছে:

"আর তোমাদের এই কথার ব্যাপারে যে, 'তোমরা কীভাবে এত স্পর্ধা ও বেপরোয়াভাবে মুসলিম ও কিবলার অনুসারীদের তাকফির করে ফিতনা সৃষ্টি করতে পারো এবং এমন এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারো যারা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে...?' তাহলে আমরা বলব: 'আমরা ইতিমধ্যে স্পষ্ট করেছি যে, আমরা গুনাহের কারণে তাকফির করি না, বরং আমরা কেবল তাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করি যারা আল্লাহর সাথে শিরক করেছে, আল্লাহর জন্য অংশীদার সাব্যস্ত করেছে, তাদের ডাকে যেমনভাবে আল্লাহকে ডাকা হয়, তাদের জন্য পশু জবাই করে যেমনভাবে আল্লাহর জন্য জবাই করা হয়, তাদের নামে মানত করে যেমনভাবে আল্লাহর নামে মানত করা হয়, তাদের ভয় করে যেমনভাবে আল্লাহকে ভয় করা হয়, বিপদে ও কল্যাণ কামনায় তাদের সাহায্য প্রার্থনা করে, এবং যারা মূর্তি ও কবরের উপর নির্মিত গম্বুজগুলোর রক্ষায় যুদ্ধ করে—যেগুলোকে আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। সুতরাং যদি তোমরা সত্যবাদী হও তোমাদের এই দাবিতে যে তোমরা ইব্রাহিমের মিল্লাতের উপর আছ এবং রাসূল ﷺ-এর অনুসরণ করো, তবে সেই সব মূর্তিগুলোকে ধ্বংস কর, সমস্তগুলোকে, এবং মাটির সাথে মিশিয়ে দাও। আর সমস্ত শিরক ও বিদ'আত থেকে আল্লাহর কাছে তাওবা কর।'

তারপর তিনি বললেন: 'অথবা, যদি তোমরা তোমাদের এই অবস্থায় অটল থাকো, এবং যে শিরকে লিপ্ত রয়েছো তা থেকে তাওবা না করো এবং আল্লাহর সেই সঠিক দ্বীনকে যথাযথভাবে পালন না করো, যা দিয়ে তিনি তাঁর রাসূলকে পাঠিয়েছেন—শিরক, বিদ'আত ও কুসংস্কার পরিত্যাগ করে, তাহলে আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থামাবো না যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর সরল দ্বীনের দিকে ফিরে আসো।"[28]

২. শায়খ সুলাইমান ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে আশ-শায়খرحمه الله (মৃত্যু ১২৩৩ হিজরি):

যখন তুর্কিরা তাওহীদের ভূমিতে আক্রমণ করেছিল, শায়খ সুলাইমান ইবনে আবদিল্লাহ তখন "আদ-দালাইল" (প্রমাণসমূহ) নামে একটি বই লিখেছিলেন, যেখানে তিনি তাদের(উসমানীদের) সাহায্যকারী এবং তাদের পক্ষ নেওয়া ব্যক্তিদের রিদ্দাহ ও কুফর সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, এমনকি যদি সে(সাহায্য/সমর্থনকারী) তাদের শিরকের ধর্মে বিশ্বাসী না-ও হয়। তিনি এতে এর জন্য বিশটিরও বেশি প্রমাণ উল্লেখ করেছেন এবং তিনি আক্রমণকারী সেনাবাহিনীকে "গম্বুজ ও শিরকের সৈন্যবাহিনী" বলে উল্লেখ করেছিলেন।[29]

৩. শায়খ আবদুল লাতীফ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে হাসানرحمه الله (মৃত্যু ১২৯৩ হিজরি):

---

28 *আদ- দুরার আস- সানিয়্যান(৭/৩৯৭)।*

29 *আদ-দুরার আস-সানিয়্যাহ(৭/৫৭-৫৯)।*

তিনি শায়খ হামাদ ইবনে ’আতীক رحمه الله-এর নিকট লেখা এক চিঠিতে আব্দুল্লাহ ইবনে ফয়সালের ঘটনা সম্পর্কে বলেন—যিনি সে সময় ইমাম ছিলেন এবং যিনি ১২৮৯ হিজরির আশেপাশে জুদাহ যুদ্ধে তার ভাই সা’উদ ইবনে ফয়সালের কাছে পরাজিত হয়ে উসমানীয়দের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন—তিনি বলেন:

“আব্দুল্লাহর শাসন বৈধ ছিল এবং সাধারণভাবে তার প্রতি বায়’আও ছিল। কিন্তু পরে আমি জানতে পারি যে সে কাফির রাষ্ট্র (অর্থাৎ উসমানী রাষ্ট্র)-এর সঙ্গে পত্রালাপ(চিঠি আদান-প্রদান) করেছে, তাদের সাহায্য চেয়েছে এবং তাদের মুসলিমদের ভূমিতে ডেকে এনেছে। ফলে সে সেই ব্যক্তির মতো হয়ে গেল, যার সম্পর্কে বলা হয়েছে (কবিতায়):

’যে ব্যক্তি তার বিপদে আমরের কাছে সাহায্য চায়,

সে যেন উত্তাপ থেকে বাঁচতে আগুনের কাছে আশ্রয় চায়।’

তাই আমি তাঁর সাথে সরাসরি কথা বললাম, তাঁর কাজের প্রতিবাদ জানালাম এবং তা থেকে নিজের বিচ্ছিন্নতা ঘোষণা করলাম। আমি তাঁকে কঠোর ভাষায় বললাম যে এটি ইসলামের মৌলিক নীতির ধ্বংস এবং এর ভিত্তি উপড়ে ফেলার সামিল, আর এটা অমুক-তমুক ইত্যাদি... যার বিস্তারিত বিবরণ এখন আমার মনে পড়ছে না। তখন তিনি তওবা ও অনুতপ্ত হলেন এবং বহুবার ইস্তিগফার করতে লাগলেন। আর আমি তাঁর নির্দেশে বাগদাদের গভর্নরকে লিখলাম: “আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি নজদ ও বেদুঈনদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন এবং তাদের প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করেছেন, ইনশাআল্লাহ। তাই আমরা এখন আর রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর উপর নির্ভরশীল নই,”—এই ধরনের কথাবার্তা। আমার বিশ্বাস, তিনি চিঠিটি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং যা ঘটেছিল তা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিলেন, আর চিঠিটি বেশ দীর্ঘ ছিল।”[30]

---

[30] *আদ-দুরার আস-সানিয়্যাহ(৭/১৮৪) এবং “তাযকিরাত উলিন-নুহা ওয়াল-ইরফান”, ১২৮৯ হিজরি বছরের ঘটনা, প্রথম খণ্ড থেকে।*

এবং তিনি একই বিষয়ে এক ত্বলিবুল ইলম'কে লেখা আরেকটি চিঠিতে বলেন: "ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে ফয়সালের ব্যাপারে, আমি তাকে উপদেশ দিয়েছি, যেমন আমি উল্লেখ করেছি, অত্যন্ত কঠোর উপদেশের মাধ্যমে। আর আমি তাকে উপদেশে আল্লাহর আয়াতসমূহ ও তাঁর হক স্মরণ করিয়ে দিয়েছি, এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বাধ্যবাধকতা, এবং তাঁর দ্বীনের শত্রুদের থেকে দূরে থাকা—তা'তীল (শরীয়াহকে অস্বীকারকারী), শিরক ও স্পষ্ট কুফরের অনুসারীদের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছি।

আর তিনি তাওবা ও অনুতাপ প্রকাশ করেছেন..."[31]

এবং তিনি ১২৯৮ হিজরিতে উসমানীদের উপদ্বীপে প্রবেশের বিষয়ে বলেছেন: "সুতরাং যে কেউ এই মৌলিক নীতিটি—অর্থাৎ তাওহীদ—বুঝতে পারবে, সে বর্তমান সময়ে তুর্কি বাহিনী সম্পর্কিত ফিতনার ক্ষতিকর দিকও বুঝতে পারবে। আর সে বুঝতে পারবে যে এটি (অর্থাৎ ফিতনা) এই নীতিকে ভেঙে দেয়, ধ্বংস করে দেয় ও সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলে। আর এটি শিরক ও তাতীলের আধিপত্যের দিকে নিয়ে যায়, এবং কুফরের পতাকা উঁচু করে তোলে।"[32]

এবং তিনি এই ঘটনা সম্পর্কে একটি কবিতায় বলেছেন:

আর জনগণের নেতা তুর্কদের কাছে এমন একটি রাষ্ট্র এনে দিয়েছে,

যেটি ইসলামি মিল্লাহর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অপরাধগুলো করেছে।

আর এর মধ্যে (তিনি বলেন):

---

31 *মাজমু' আত আর-রাসাইল (১/৬৯)।*

32 *আদ-দুরার আস-সানিয়্যাহ (৭/১৪৮-১৫২)।*

তারা শিরকের লোকদের দিকে সফর করেছে এবং তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

আর তাদের কাছে এসেছে প্রতিটি অপবাদ দানকারী ও জাদুকর।

আর এর মধ্যে (তিনি বলেন):

ক্ষমতা চলে গেছে কুফর ও শিরকের লোকদের হাতে।

তাদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ধ্বংস ও দুর্বৃত্ততার বাজার।

সমলিঙ্গতা ও অশ্লীলতার স্থানগুলো তাদের মধ্যে ফিরে এসেছে,

যেগুলোতে প্রতিটি চরিত্রহীন লোক আসা- যাওয়া করে।

ধর্মের ঐক্য ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তার রশি কাটা হয়েছে,

এবং তা সৈন্যদের সারির মাঝেই হারিয়ে গেছে।

আর এর মধ্যে (তিনি বলেন):

তোমরা অগ্নির অনুসারীদের সাথে জোট বেঁধেছো, তোমাদের মূর্খতায়।

আর তুমি হয়ে গেছো, আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে, প্রথম কাফির।

তাহলে আহসার অধিবাসীকে জিজ্ঞেস করো, তুমি কি বিশ্বাস করো

এই বিষয়ে এবং সহীহ কিতাবসমূহে যা আছে তা নিয়ে?[33]

---

[33] *আদ- দুরার আস- সানিয়্যাহ ৭/১৮৭-১৯১, এবং তাযকিরাত উলিন- নুহা..(১/১৯৮-২০২)। এবং তিনি এখানে বিশেষভাবে আল- আহসার কথা উল্লেখ করেছেন কারণ উসমানীরা, ইমাম আবদুল্লাহ তাদের কাছে সাহায্য চাওয়ার পরে, আল- আহসায় প্রবেশ করে এবং প্রথমে এটি দখল করে নেয়। এর বিস্তারিত বিবরণ ১২৮৯ হিজরির ঘটনাবলীতে দেখুন, "তাযকিরাত উলিন- নুহা" (১/১৯৭) থেকে তাঁর বক্তব্য: "উসমানী সেনাবাহিনী এবং তুর্কি সৈন্যদের আগমনে যা ঘটেছে এবং সংঘটিত হয়েছে তার উল্লেখ।"*

আর তিনি অন্য একটি কবিতায় বলেন:

"যখন বিভ্রান্তির বাহিনী আবির্ভূত হলো,

হিদায়াতের ভূমি ও কল্যাণের শরিয়াহ ধ্বংস করতে,

এক দল লোক — মাতাল অবস্থায়,

তাদের সঙ্গী কখনোই জাগে না,

এবং তারা শেষমেশ ধ্বংসেই পতিত হয়।

এক দল লোক — যাদের দেখা যায় দৌড়ে যায় প্রতিটি সমাবেশে,

যেখানে দুর্ভাগ্য লুকিয়ে থাকে, আর কুফর খুব কাছেই অবস্থান করে।

নিশ্চয়ই এমন জায়গা, যেখানে খ্রিস্টানদের আইন চলছে —

যে আইনের পক্ষে কুরআন থেকে কোনো দলিল আসেনি।

তাহলে দেখো, কুফরের নদীগুলো কীভাবে ছড়িয়ে পড়েছে —

সেগুলো আর-রহমানের শরিয়াহর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে।"[34]

৪. শায়খ হামাদ ইবনে আতিক رحمه الله (মৃত্যু ১৩০১ হিজরি):

---

[34] *আদ-দুরার (১৯২-১৯৪), আত-তাযকিরাহ (১/২০৩-২০৬). আর আশ্চর্যের বিষয় হল, এটি ১২৮৯ হিজরিতে উসমানী সৈন্যদের বর্ণনা। এবং আল-জাবার্তির তারীখে ১২২৬ হিজরিতে যেসব সৈন্য পেনিনসুলায় প্রবেশ করেছিল, তাদের সম্পর্কেও একই রকম বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি তার তারিখ গ্রন্থে (৩/৩৪১) বলেছেন:*

"তাদের কিছু উচ্চপদস্থ ব্যক্তি যারা সৎকাজ ও ধার্মিকতার দিকে ডাকতেন, তারা আমাকে বললেন: 'আমরা কিভাবে বিজয় অর্জন করব যখন আমাদের অধিকাংশ সৈন্য মিল্লাতের উপর নেই? তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা ধর্ম পালন করে না। আমাদের সাথে মাদক পানীয় ভর্তি বাক্স আনা হয়েছে। আর তুমি আমাদের কাতারে কখনো আজান দিতে শুনবে না, তাদের মধ্যে ফরজ সালাতও প্রতিষ্ঠিত হয় না, তারা ধর্মের কোনো প্রতীকই গুরুত্ব দেয় না... ইত্যাদি।'"

তিনি رحمه الله এই রাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁর অবস্থানে ছিলেন 'উলামাদের মধ্যে সবচেয়ে কঠোরদের একজন। আদ-দুরার আস-সানিয়্যাহ গ্রন্থের সপ্তম ও অষ্টম খণ্ডে তাঁর(শায়খ হামাদ ইবনে আতিক্ব) ও শায়খ আবদুল লতীফ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে হাসান – رحمه الله এর মধ্যে লেখা চিঠিপত্রগুলো দেখুন; আমি সেগুলোর কিছু উল্লেখ করেছি।

আর যখন কাফির উসমানী সেনাবাহিনী আরব উপদ্বীপে প্রবেশ করল, তখন কিছু বিশ্বাসঘাতক ও বিভ্রান্ত বেদুইন তাদের কাতারে যোগ দেয়। ঠিক যেমন শায়খ সুলায়মান ইবনে আবদিল্লাহ رحمه الله তাঁর সময়ে উসমানীদের উপদ্বীপে প্রবেশ উপলক্ষে "আদ-দালায়িল" নামে একটি বই লিখেছিলেন—তাদেরকে সাহায্য করার হুকুম সম্পর্কে—তেমনি শায়খ হামাদ رحمه الله একটি বই লিখেছিলেন: "সাবীল আন-নাজাহ ওয়াল-ফিকাক মিন মুওয়ালাত আল-মুরতাদ্দীন ওয়াল-আতরাক" (অর্থাৎ: মুরতাদ ও তুর্কিদের সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্ক থেকে পরিত্রাণ ও নাজাতের পথ), যেখানে তিনি এ ধরনের তথাকথিত 'ইসলামিক' বাহিনীগুলোকে সাহায্যকারী ব্যক্তিদের তাকফীরের (অর্থাৎ কাফির সাব্যস্ত করার) আলোচনা করেছেন।[35]

<u>৫. শায়খ আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল লাতীফ رحمه الله (মৃত্যু ১৩৩৯ হিজরি):</u>

তাঁকে ﷺ জিজ্ঞেস করা হয়েছিল সেই ব্যক্তির সম্পর্কে, যে উসমানী রাষ্ট্রকে কুফরি রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য করে না এবং যে ব্যক্তি তাদের (উসমানীদের) মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য নিয়ে এসেছে, তাদের কর্তৃত্ব গ্রহণ

---

[35] *এই বইটি "সাবীল আন-নাজাহ ওয়াল-ফিকাক মিন মুওয়ালাত আল-মুরতাদ্দীন ওয়া-আহল আল-ইশরাক (অর্থাৎ: মুরতাদ ও শিরকের অনুসারীদের সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্ক থেকে পরিত্রাণ ও নাজাতের পথ)" নামে সুপরিচিত, "ওয়াল-আতরাক (এবং তর্কি)"-এর পরিবর্তে। আর সঠিক নাম যেটি আমরা উল্লেখ্য করেছি, আর উল্লেখ্য করার কারণ:*

ক. মূল লিখিত অনুলিপিটি এই শিরোনামের ছিল এবং এটি শায়খের সময় থেকে। দেখুন সাবীল আন-নাজাত, আল-ফারিয়ানের সম্পাদনা সহ, পৃষ্ঠা ১২।

খ. শাইখ নিজেই এই শিরোনামটি উল্লেখ করেছেন তাঁর বই 'সাবীল আন-নাজাহ'-এর ভূমিকার খুতবায়, পৃষ্ঠা ২৪-এ।

গ. বইটি লেখার সময়কাল এবং এর বিষয়বস্তু উভয়ই এই শিরোনামের দিকে ইঙ্গিত করে, যেমন তিনি পৃষ্ঠা ৩৫-এ বলেন: 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদেরকে অভিভাবক (মিত্র) হিসেবে গ্রহণ কোরো না...' এবং তিনি আরও বলেন: 'যে ব্যক্তি তুর্কিদের সঙ্গে মিত্রতা গড়ে তোলে, সে-ই একজন তুর্কি হয়ে যায়।' আর আল্লাহই ভালো জানেন।

করেছে এবং মনে করে যে তাদের সঙ্গে জিহাদ করা ওয়াজিব। এবং আরেক ব্যক্তি সম্পর্কে, যে এমন বিশ্বাস পোষণ করে না, বরং বলে যে এই রাষ্ট্র এবং যারা তাদের এনেছে তারা সীমালঙ্ঘনকারী মুসলিম (বুগ্বাত), এবং মুসলিম সীমালঙ্ঘনকারীদের সাথে যেরূপ আচরণ করা হয় তা ব্যাতিত অন্যভাবে আচরণ করা বৈধ নয় , এবং যে গনীমাহ বেদুইনদের থেকে নেওয়া হয়েছে তা হারাম।

তখন তিনি উত্তর দেন:

"যে ব্যক্তি এই রাষ্ট্রের কুফর চেনে না এবং তাদের ও মুসলিম সীমালঙ্ঘনকারীদের মধ্যে পার্থক্য করে না, তাহলে সে 'লা ইলাাহা ইল্লাল্লাহ'–এর অর্থই জানে না। আর যদি সে এটার পাশাপাশি বিশ্বাস করে যে এই রাষ্ট্র মুসলিম, তাহলে এটা আরও নিকৃষ্ট এবং গুরুতর ব্যাপার, কারণ এটা এমন ব্যক্তির কুফর সম্পর্কে সন্দেহ করা, যে আল্লাহর সঙ্গে কুফর করেছে এবং শিরক করেছে। আর যে ব্যক্তি তাদের এনেছে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যেকোনো ধরনের সাহায্য করেছে, তবে এটা স্পষ্ট ধর্মত্যাগ (রিদ্দাহ)।[36]

৬. শায়খ সুলাইমান ইবনে সাহমানرحمه الله (মৃত্যু ১৩৪৯ হিজরি):

তিনি الله رحمهতাঁর একটি কবিতায় বলেন:

"তুর্কদের কুফরের সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তা সত্য,

কারণ তারা দ্বীনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় কাফির (আনফার আন–নাস)।

তাদের শত্রুতা মুসলমানদের প্রতি এবং তাদের অপকারিতা

বাড়তেই থাকে পথভ্রষ্টতায়, অন্যান্য ফিরকার চেয়ে বেশি।

আর যে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সে তাদেরই মত হয়ে যায়,

---

[36] *আদ–দুরার আস–সানিয়্যাহ (৮/২৪২)।*

এবং তার উপর তাকফীর (কুফরি ঘোষণা) নিয়ে বুদ্ধিমানদের মধ্যে কোনো সন্দেহই থাকে না।

আর যে তাদের সঙ্গে মৈত্রী গড়ে তোলে বা সাহায্যের উদ্দেশ্যে তাদের দিকে যায়,

তাহলে তাকে ফাসিক ঘোষণা করা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই, এবং সে এক অনিশ্চিত অবস্থানে রয়েছে।" [37]

৭. শায়খ আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সালীমرحمه الله (মৃত্যু ১৩৫১ হিজরি):

শায়খ رحمه الله এক বিকেলে আল-মসজিদ আল-জামি'র এক কোণায় বসেছিলেন, মাগরিব নামাজের অপেক্ষায়। সামনে কাতারে কয়েকজন ব্যাক্তি ছিলেন, যারা জানতেন না যে শায়খ সেখানে উপস্থিত আছেন। তাদের একজন তার সঙ্গীকে বলল: "আমাদের কাছে খবর এসেছে যে উসমানী রাষ্ট্র বিজয়ী হয়েছে, আর তাদের পতাকা জয়যুক্ত হয়েছে!" তারপর সে তাদের আরও প্রশংসা করতে লাগল।

তখন শায়খ তাদের সঙ্গে নামাজ আদায় করলেন এবং সালাতের পর এক হৃদয়স্পর্শী খুতবা দিলেন। তিনি উসমানীদের নিন্দা করলেন এবং যারা তাদের ভালোবাসে ও প্রশংসা করে তাদেরও নিন্দা করলেন (এই বলে) যে: "যে এই কথা বলেছে, সে যেন তার কথার জন্য অনুতপ্ত হয় এবং তওবা করে! যে কাফিরদের ভালোবাসে এবং তাদের আধিপত্য ও এগিয়ে যাওয়াতে আনন্দিত হয়, তার দ্বীন কিসের?! যদি একজন মুসলিম মুসলমানদের সঙ্গে নিজেকে সম্পর্কিত না করে, তবে সে কাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবে?"[38]

৮. শায়খ হুসাইন ইবনে আলী ইবনে নুফাইসাহ:

তিনি শায়খ সুলাইমান ইবনে সাহমানের সমসাময়িকদের একজন, এবং তিনি তাঁর একটি কবিতায় বলেন:

---

[37] *দিওয়ান ইবনে সাহমান, পৃষ্ঠা ১৯১।*

[38] *তাযকিরাত উলিন-নুহা (৩/২৭৫)*

"হে তুর্কিদের রাষ্ট্র! তোমার ক্ষমতা যেন আর কখনও আমাদের দিকে ফিরে না আসে,

আর আমাদের ভূমিতে যেন তুমি আর না ফিরে আসো।

তুমি ক্ষমতা পেয়েছিলে, এবং আমাদের নবীর পথের বিরোধিতা করেছিলে,

তুমি মদ ও নানা ধরণের খারাপ কাজকে হালাল করেছিলে।

তুমি মুশরিকদের প্রতীকগুলোকে নিজের প্রতীক বানিয়েছিলে,

তাই তুমি তাদের চাইতেও দ্রুত শিরকে লিপ্ত হয়েছিলে।

তুমি খ্রিষ্টানদের ধর্মকে মর্যাদা দিয়েছিলে,

ফলে তুমি এক অপবিত্রতার উপর আরেক অপবিত্রতা বহন করেছিলে।

দূর হও তুমি, চলে যাও তুমি, পরাজয় বর্ষিত হোক তোমার উপর,

এবং সেই তাদের উপরও যারা তোমাকে ভালোবেসেছে এবং তোমার দিকে ঝুঁকে পড়েছে।'[39]

৯. আবদুর রহমান ইবনে আবদুল লাতীফ ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে আবদুল লাতীফ আল-আশ-শায়খ:

"এবং এটি সর্বজনবিদিত যে তুর্কি রাষ্ট্র ছিল একটি মূর্তি-পূজারী রাষ্ট্র, যার ধর্ম ছিল শিরক এবং বিদ'আত, এবং যারা এই জাতীয় জিনিসগুলিকে রক্ষা করত..."[40]

---

39 *তাযকিরাত উলিন-নুহা(১/১৪৯)। আর সালিহ ইবনে সালিম-এর এক কবিতায়, যা তিনি ইবনে সাহমানের স্মরণে রচনা করেছিলেন, তিনি এতে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন তুর্কিদের বিধান ও তাদের কুফরের বিষয়, এবং সেই রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব ও মৈত্রীর বিধান।*

40 *উলামা আদ-দাওয়াহ, তার লিখিত, পৃষ্ঠা ৫৬।*

উপসংহার

উল্লেখিত বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, দাওয়াহর ইমামগণ উসমানী রাষ্ট্রকে কুফরি রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচনা করতেন এবং এটিকে 'দারুল হারব' (যুদ্ধের ভূমি) মনে করতেন। এবং এটি একটি প্রকাশ্য ও স্পষ্ট বিষয় —অর্থাৎ, উসমানী রাষ্ট্রের কুফর — এবং আমি বিশ্বাস করি না যে কেউ, যে তাদের মধ্যে প্রচলিত শিরক সম্পর্কে পড়েছে বা শুনেছে, অথবা যে দাওয়াহর ইমামদের বক্তব্য পড়েছে যাঁরা এই রাষ্ট্র সম্পর্কে তাদের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছেন, সে তাদের ব্যাপারে কোনো সংশয়ে থাকবে।

অন্যথায়, তার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত তিনটি বিষয় থেকে একটি প্রযোজ্য হবে:

১) সে দাওয়াহর ইমামদের অজ্ঞতার অভিযোগ করছে।

২) অথবা সে তাওহীদকে গৌণ বিষয় মনে করছে।

৩) অথবা সে একগুঁয়ে অস্বীকারকারী।

আমরা আল্লাহ 'ﷻর নিকট জ্ঞান ও আমলে আন্তরিকতা এবং সামঞ্জস্যতার জন্য দোয়া করি, এবং আল্লাহ্ আমাদের নবী মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবার এবং সকল সাহাবীর উপর বরকত ও শান্তি দান করুন।